রিজিক বৃদ্ধির ৩০ উপায়

আনোয়ার দাউদ আন্‌নাবরাবি

ওয়াফি পাবলিকেশন

রিজিক বৃদ্ধির ৩০ উপায়

আনোয়ার দাউদ বিন ইবরাহীম আন্‌নাবরাবি (হাফি.)

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা মহাশক্তিধর এবং সকল কিছুর রিজিকদাতা আল্লাহর জন্য। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর সাহাবি ও পরিবার-পরিজনের ওপর। তাদের ওপরও যারা তাঁর পথ অনুসরণ করেছেন।

আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং পরীক্ষার মধ্যে রেখেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু থেকে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য। এজন্যই আমি তাকে শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন করেছি।' (ইনসান: ২)

তারপর তিনি লোভনীয় বস্তুসমূহ, বিনোদন, ধনসম্পদ ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির প্রতি মানুষের স্বভাবে আকর্ষণ স্থাপন করেছেন। বলেছেন, 'নারী, সন্তান, রাশিকৃত স্বর্ণরৌপ্য, চিহ্নিত অশ্বরাজি, গবাদি পশু এবং খেতখামারের প্রতি আকর্ষণকে মানুষের জন্য সুশোভিত করে দেওয়া হয়েছে। এইসব ইহজীবনের ভোগ্যবস্তু। আর আল্লাহর কাছেই রয়েছে উত্তম আশ্রয়স্থল।' (আলে ইমরান: ১৪)

বান্দার প্রতি আল্লাহর সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ হলো, কুরআনের পরশমাখা জীবন গড়া, তার বিধি-নিষেধের ওপর অবিচল থাকা। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমি সৃষ্টি করেছি জিন ও মানুষকে এজন্য যে, তারা আমার ইবাদত করবে।' (জারিয়াত: ৫৬)

এ থেকে বোঝা যায়, এই বিশ্বজগতের মূল বিষয় হলো বান্দা ও মাবুদের সম্পর্ক। একদিকে চরম মুখাপেক্ষী বান্দা, অপরদিকে পরম অমুখাপেক্ষী, মহামর্যাদাবান, মহানুভব ও পরম উপকারী মাবুদ।

এখানে এসেই প্রশ্ন জাগে, নিম্নোক্ত আয়াতে ইবাদত ও দাসত্বের আলোচনা করতে গিয়ে রিজিকের প্রসঙ্গকে কেন টেনে আনলেন, 'আমি তাদের কাছে থেকে জীবিকা চাই না এবং এটাও চাই না যে, তারা আমায় আহার্য দিক।' (জারিয়াত: ৫৭)

জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ইবাদত-বন্দেগির আলোচনার পরপরই এসেছে রিজিকের আলোচনা। কেননা, রিজিকের পেরেশানি হচ্ছে মানবজাতির সকল চিন্তাচেতনার কেন্দ্রবিন্দু। এই পেরেশানীতে ডুবে গিয়ে মানুষ ইবাদত-বন্দেগিতে গাফলতি করে।

এই আয়াতগুলো ইবাদতের গুরুত্বের প্রতি বান্দার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। সাথে এটাও পরিষ্কার করে দিচ্ছে, ইবাদত হলো রিজিক ও জীবনোপকরণের চাবিকাঠি। আর জীবিকা অন্বেষণে মাত্রাতিরিক্ত ব্যস্ততাই বান্দার ইবাদতে ত্রুটি সৃষ্টির কারণ। এ থেকেই জীবনের ধ্বংস ও বিপর্যয়ের উৎপত্তি ঘটে। কারণ, সমস্ত সৃষ্টি থেকে পরম অমুখাপেক্ষী সত্তা একমাত্র আল্লাহ। তিনিই সমগ্র বিশ্বজগতের সকল কিছুর রিজিকদাতা। তিনি তাঁর শক্তি ও ক্ষমতায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। তিনি বলেছেন, 'আল্লাহই রিজিক দান করেন এবং তিনি অতি প্রবল, মহাপরাক্রান্ত।' (জারিয়াত: ৫৮)

মাতৃগর্ভে থাকতেই সকলের রিজিক লিখে দেওয়া হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'প্রত্যেকেই মাতৃগর্ভে ৪০ দিন পর্যন্ত বীর্যরূপে অবস্থান করে। এরপর তা জমাটবাঁধা রক্তে পরিণত হয়। এ অবস্থায়ও ৪০ দিন অবস্থান করে। এরপর তা মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়ে আগের মতো ৪০ দিন থাকে। এরপর চারটি বিষয়ের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। ফেরেশতাকে লিখতে বলা হয় তার আমল, তার রিজিক, তার জীবনকাল এবং সে কি পাপী হবে, না পুণ্যবান। এরপর তার মধ্যে আত্মা ফুঁকে দেওয়া হয়।

কখনো দেখা যায়, কেউ আমল করতে করতে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তার ও জান্নাতের মাঝে মাত্র এক হাত ব্যবধান থাকে। এমন সময় তার আমলনামা তার ওপর অগ্রগামী হয়ে যায়। তখন সে জাহান্নামবাসীর মতো আমল করতে শুরু করে। আবার আরেকজন আমল করতে করতে এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, তার ও জাহান্নামের মধ্যে মাত্র এক হাত ব্যবধান থাকে। এমন সময় তার আমলনামা তার ওপর অগ্রগামী হয়ে যায়। ফলে সে জান্নাতবাসীর মতো আমল করতে থাকে।'[১]

ইবাদত-বন্দেগী রিজিককে চুম্বকের মতো টানে। এই সত্যের মাঝেই নিহিত আছে আত্মার শান্তি। আর এটাই হচ্ছে এই বইয়ের আলোচ্য বিষয়। বইটি অত্যন্ত উপকারী হবে ইনশাআল্লাহ।

গ্রন্থকার

আনোয়ার দাউদ আন্‌নাবরাবি, রিয়াদ, সৌদি আরব

২৬ রজব, ১৪৩৫ হিজরি মোতাবেক ২৫ মে, ২০১৪

E-mail: hanlan1224@gmail.com
twitter: @AnwarAlnabrawi

সূচিপত্র

১	নেক আমল ধনাঢ্যতার চাবিকাঠি	১১
২	কৃতজ্ঞতা এনে দেয় আরও সমৃদ্ধি	১৩
৩	সঠিক মাপ ও ন্যায্য দাম; ব্যবসায়ীকে বানাবে সফলকাম	১৫
৪	অধিক সন্তান বয়ে আনে অধিক প্রাচুর্য	১৭
৫	ইলম অন্বেষণ সচ্ছলতার রাজপথ	১৮
৬	আল্লাহমুখীতা প্রাচুর্য বয়ে আনে	২০
৭	তাকওয়া প্রভূত কল্যাণ অর্জনের পথ	২৩
৮	তাওয়াক্কুল জীবিকা উপার্জনের মূলমন্ত্র	২৪
৯	আল্লাহর আনুগত্যেই নিহিত আছে সচ্ছল জীবন	২৫
১০	অল্পতুষ্টিতে নিহিত আছে ধনাঢ্যতা	২৬
১১	আল্লাহর জিকিরে আছে স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনের প্রতিশ্রুতি	২৮
১২	'পরিশ্রম' জীবিকা অন্বেষণের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার	২৯
১৩	'নামাজ' প্রাচুর্যের চাবি	২০
১৪	আল্লাহর পথে হিজরত-প্রশস্ততার রাজপথ	৩২
১৫	আত্মীয়তা রক্ষা করা বরকতের কারণ	৩৩

১৬	দুর্বলদের প্রতি সহনুভূতি প্রশস্ততার চাবিকাঠি	৩৪
১৭	সত্যবাদিতায় নিহিত আছে বরকত	৩৫
১৮	দুআ বদলে দেয় ভাগ্যের চাকা	৩৬
১৯	বিবাহে নামে রিজিকের বসন্ত	৩৮
২০	জিহাদে রয়েছে প্রশস্তরিজিকের হাতছানি	৩৯
২১	ইবাদতে মগ্নতা দূর করে দৈন্যতা	৪০
২২	ইস্তিগফার মেলে দেয় রিজিকের দুয়ার	৪১
২৩	সদাচারে নিহিত আছে সচ্ছলতা	৪২
২৪	অকুণ্ঠব্যায় সম্পদ বৃদ্ধি করে	৪৩
২৫	পরস্পর সালাম বিনিময় করা সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি ও সচ্ছলতার কারণ	৪৪
২৬	অন্যকে জায়গা করে দিলে নিজের প্রশস্ততা আসে	৪৫
২৭	সরল পথে অবিচলতা রিজিকের প্রাচুর্য বয়ে আনে	৪৬
২৮	নিয়তের শুদ্ধতা ঘুচাবে আপনার দরিদ্রত	৪৭
২৯	ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠায় রয়েছে প্রতুল রিজিকের প্রতিশ্রুতি	৪৮
৩০	হজ ও ওমরা-পাপ মোচন করে, অভাব দূর করে	৪৯

শুরু

একমাত্র আল্লাহ তাআলাই রিজিকদাতা। তিনি সমস্ত সৃষ্টিকে রিজিক দান করেন। যাকে ইচ্ছা যেভাবে ইচ্ছা রিজিক দেন। উর্ধ্বজগতে ও নিম্নজগতে এমন কোনো প্রাণী নেই, যা আল্লাহ তাআলার রিজিক ভোগকারী নয়, তাঁর দয়া ও দানে নিমজ্জিত নয়। আল্লাহ বলেছেন : আল্লাহই রিজিক দান করেন এবং তিনি অতি প্রবল, মহাপরাক্রান্ত। (যারিয়াত : ৫৮)

একমাত্র তিনিই রিজিকদাতা ও রিজিক প্রশস্তকারী। বান্দার রিজিকের দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করে নিয়েছেন; নিজ দয়া ও অনুগ্রহে, স্বেচ্ছায় আপন সুমহান সত্তার ওপর জরুরি করে নিয়েছেন। হজরত আনাস রা. বলেন, 'নবীজি ﷺ এর যুগে একবার দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেল। লোকেরা অভিযোগ করে বলল, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি আমাদের জন্য দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে দিন। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'মহান আল্লাহই দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে থাকেন; তিনি তা বৃদ্ধি করেন এবং কমান। আর তিনিই রিজিক প্রদান করেন। বস্তুত আমি আশা করি, আমি আল্লাহর সঙ্গে এমন অবস্থায় মিলিত হব, তোমাদের কেউ আমার বিরুদ্ধে কোনো রক্তপণ বা মালের দাবিদার থাকবে না।'[১]

মহান আল্লাহ এই বিশাল পৃথিবীর গর্ভে রেখেছেন অগণিত খনি ও ধনভান্ডার। এগুলো দ্বারা মহাবিশ্বের সকল জাতি ও উপজাতির প্রয়োজন পূরণ হয়। প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যে তিনি দিয়ে দিয়েছেন জীবিকা উপার্জনের ক্ষমতা, হোক তা উৎপন্ন শস্য বা কারিগরি শিল্প বা যৌগিক পদার্থ কিংবা অন্য কিছু। সবই আল্লাহ তাআলার দান। তিনি বলেন, 'ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী সকলের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহরই। তিনি তাদের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত। সুস্পষ্ট কিতাবে সবকিছুই আছে।' (হুদ : ৬)

জীবিকা উপার্জন যদি বুদ্ধির ওপর নির্ভরশীল হতো তাহলে সকল অবলা প্রাণী ধ্বংস হয়ে যেত। সৃষ্টিজীবকে যদি আল্লাহ তাআলা তার বুদ্ধি অনুপাতে রিজিক প্রদান করতেন তাহলে পশুপাখি বেঁচে থাকতে পারত না; কারণ তারা বুদ্ধিহীন।

-অনুবাদক

১ বুখারি, ৩২০৮; মুসলিম, ২৬৪৩

[১] নেক আমল ধনাঢ্যতার চাবিকাঠি

নেক আমল একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। এর আরবী শব্দ ইহসান। পবিত্র কোরআনে এর বহু উপকারের কথা উল্লেখ হয়েছে। নেক আমলের কারণে ধনাঢ্যতা বৃদ্ধি হওয়ার কথাও বারবার এসেছে। বনি ইসরাইল জাতিকে আল্লাহ তাঁর প্রদত্ত নিয়ামত ও ধনসম্পদের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন, **যদি তারা নেক আমল করে** তাহলে তাদের আরও বৃদ্ধি করে দেবেন। তিনি বলেন, "স্মরণ করো, যখন আমি বললাম, 'এই জনপদে প্রবেশ করো, যেথা ইচ্ছা স্বাচ্ছন্দ্যে আহার করো, নতশিরে প্রবেশ করো দরজা দিয়ে এবং বলো, 'ক্ষমা চাই'। তাহলে আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করব এবং **সৎকর্মপরায়ণ লোকদের প্রতি** আমার অনুগ্রহ বৃদ্ধি করব'।" (বাকারা : ৫৮)

আল্লাহ তাআলা হজরত ইবরাহিম আ.-এর প্রতি তার কৃত অনুগ্রহ সম্পর্কে বলেন, 'আর এটাই ছিল আমার যুক্তিপ্রমাণ, যা আমি ইবরাহিমকে তার সম্প্রদায়ের মোকাবিলায় দান করেছিলাম। আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় উন্নীত করি। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক মহাপ্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। আর আমি তাকে দান করেছিলাম ইসহাক ও ইয়াকুব। এদের প্রত্যেককে আমি সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম। এর পূর্বে নুহকেও আমি সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম এবং তার বংশধর দাউদ, সুলায়মান, আইয়ুব, ইউসুফ, মুসা ও হারুনকেও। আর এভাবেই **সৎকর্মপরায়ণদের** আমি পুরস্কৃত করি।' (আনআম : ৮৩, ৮৪)

আল্লাহ তাআলা হজরত ইবরাহিম আ.-এর প্রতি এভাবে অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাকে উত্তম সন্তানসন্ততি দান করেছেন। সবাইকেই তিনি সত্য অনুসরণ করার তাওফিক দিয়েছেন এবং সরল পথে পরিচালিত করেছেন। এভাবেই তিনি ইতিপূর্বে হজরত নুহ আ.-কেও সৎপথ প্রদর্শন করেছিলেন। **আর এসবই ছিল তাদের সৎকর্মের প্রতিদান**। তারা সৎকর্ম করেছিলেন আল্লাহ তাআলার ইবাদত উত্তমরূপে সম্পাদন করে, ইবাদতে শ্রম দিয়ে এবং আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির জন্য ধনসম্পদ ব্যয় করে। আল্লাহ তাআলা উল্লিখিত নবীগণকে তাদের সৎকর্মের পুরস্কার দানের ঘোষণা দিয়েছেন। কারণ, তিনি প্রত্যেক সৎকর্মপরায়ণকেই তার সৎকর্ম অনুপাতে দুনিয়া ও আখিরাতে পুরস্কার ও প্রতিদান দিয়ে থাকেন। তিনি বলেন, 'আল্লাহ তো